কোয়ান্টাম মেথড-১২

বিভ্রান্তির দাবানল

মুফতী শরীফুল আ'জম

মানব জাতিকে বিভ্রান্ত করার প্রধান ফটক হচ্ছে, তথ্য বিকৃতি। সত্য ও সঠিক বিষয়কে ঘষামাজা করে বিকৃতরূপে প্রকাশ করা একটি শয়তানি চাল। মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই কূটকৌশল প্রয়োগ করা হয় হযরত আদম (আ.)-এর বিরুদ্ধে। মহান রাব্বুল আলামীনের একটি নির্দেশকে বিকৃত করে তাঁর সামনে উপস্থাপন করে ইবলীস শয়তান। শুধু তা-ই নয়, ইবলীস নিজের প্রতারণাকে তাদের কাছ থেকে লুকানোর জন্য কসম খেয়ে বলল যে, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।(সূরা আল আ'রাফ-২০-২১) প্রতারকদের এটি একটি কৌশল যে, তারা নিজেকে মানব সেবক বা হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে উপস্থাপন করে নির্বিঘ্নে সকল অপকর্ম সম্পাদন করে যায় ।

কোয়ান্টাম মেথডও একই কৌশল অবলম্বন করে নিজেদের মিশন এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কুরআন-সুন্নাহকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের মাঝে বিকৃতি সাধন করছে। আর এ সকল ঈমানবিধ্বংসী অপকর্মকে লুকাতে সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়ে নিজেকে মানবতার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে জাহির করছে। ২০২৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ জাতির অন্তর্ভুক্ত করার চটকদার মনছবি দেখাচ্ছে।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র সীরাত বিকৃতি তাদের মনছবির ভয়াবহতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাওহীদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ত্যাগ-তিতীক্ষার যে দুর্লভ ইতিহাস রচনা করেছিলেন, সেই ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে কোয়ান্টাম কুফর-শিরকের বৈধতা প্রমাণের দুঃসাহস প্রদর্শন করেছে।

এক সাগর রক্ত পেরিয়ে নবম হিজরীতে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরবের পূণ্যভূমিতে যখন ইসলামের পতাকা নিঃসঙ্কোচে উড়াতে সক্ষম হলেন। তাওহীদ-রেসালাতের আলো দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিতে পত্র মারফত বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পাঠাতে লাগলেন। এ ধরনের একটি পত্র নাজরানের খ্রিস্টানদের কাছে এসে পৌঁছলে, তাদের প্রতিনিধিদল মদীনা শরীফে এসে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কর আদায়ের শর্তে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে ফিরে যায়। ফলে চিরদিনের জন্য লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়।

এই যে তারা মদীনা শরীফে এলো, মসজিদে নববীতে প্রবেশ করল আর নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করল কোয়ান্টামের মতে এ থেকেই নাকি ইহুদী-খ্রিষ্টধর্মের বৈধতা প্রমাণিত হয়! নাজরানের লোকেরা কিসের আহ্বানে সাড়া দিতে এলো। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন প্রয়োজনে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। কী বিষয়ে আলোচনা হলো আর এর ফলাফল কী হলো। এ সকল ইতিহাস কি কোয়ান্টামের জানা নেই? নাকি সত্যকে গোপন করে কোনো স্বার্থ সিদ্ধির ফন্দি করা হয়েছে?

এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গুরুজি সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নাজরান প্রতিনিধিদলের ঘটনা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করেন। হুবহু ওই প্রশ্ন-উত্তর তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : আমার পরিবারের একজন সদস্য মেডিটেশন করে যথেষ্ট উপকার পেয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি বলেন, আল্লাহকে ডাকো। কোয়ান্টামে যেতে হবে না। ওখানে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধরা আসে।

উত্তর : নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওখানে পৌত্তলিক আসত, খ্রিস্টান আসত, ইহুদি আসত। নবীজি তো কাউকে আসতে মানা করেননি কখনো। নবীজির ওখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিনিধিরা আসতেন। এমনকি যখন নাজরান থেকে খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল মসজিদে নববীতে এলেন, আলাপ-আলোচনা শেষে যখন তারা বললেন যে, আমাদের তো এখন প্রার্থনার সময় হয়েছে, আমরা বাইরে গিয়ে প্রার্থনা করে আসি। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন, কেন তোমরা কি এই জায়গাটাকে তোমাদের প্রার্থনা করার মতো পবিত্র মনে করো না? মসজিদে নববীতে খ্রিস্টানরা প্রার্থনা করল। ..... (মহাজাতক, হাজারো প্রশ্নের জবাব- ১/৫১)

এ কথার কোনো উদ্বৃতি কোয়ান্টামের উক্ত বইয়ে দেয়া হয়নি। নাজরান দলের প্রকৃত ঘটনার সাথে এর মিল পাওয়া যায় না। নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা কেন আসত আর নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের কী শিক্ষা দিতেন এ বিষয়টিও এখানে গোপন করা হয়েছে। আসল ঘটনাটি জানা থাকলে কোয়ান্টামের ধোঁকাবাজী বুঝতে অসুবিধা হবে না।

আসল ইতিহাস :

নাজরান মক্কা শরীফ হতে ইয়ামনের দিকে সাত মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। তৎকালীন এটা আরব খ্রিস্টানদের আবাসভূমি ছিল। সেখানে তাদের একটি প্রকাণ্ড গির্জা ছিল; যা খ্রিস্টান কা'বা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এর অধীনে তিয়াত্তরটি ইউনিয়ন ছিল। যেখানে লক্ষাধিক খ্রিস্টান বসবাস করত।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাজরানের খ্রিস্টানদের সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে এ মর্মে একখানা পত্র লেখেন-

بسم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب من محمدالنبى رسول الله إلى اسقف نجران واهل نجران: ان اسلمتم فانى احمد اليكم الله اله ابراهيم واسحاق ويعقوب،اما بعد! فانى ادعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وادعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فان ابيتم فالجزية فان ابيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام ـ (دلائل النبوة ٥/ ٣٨٥)

"ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কুবের মা'বুদের নামে শুরু করছি। আল্লাহর নবী ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে নাজরানের ধর্মযাজকগণ ও জনসাধারণের প্রতি! তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে নাও তবে তোমাদের কাছে ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কুবের মা'বুদের গুণকীর্তন করব। আমি তোমাদিগকে বান্দার উপাসনা ছেড়ে মহান আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি। বান্দার অভিভাবকত্ব পরিহার করে আল্লাহর তা'আলার অভিভাবকত্ব গ্রহণের আহ্বান করছি। যদি অস্বীকার করো তবে কর আদায়ে সম্মত হতে হবে। যদি তাতে রাজি না হও তাহলে তোমাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। ওয়াসসালাম। (দালায়েলুন নবুওয়াহ ৫/৩৮৫)

গির্জার প্রধান পাদ্রী (Lord Bishop) পত্রটি পাঠ করে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। জরুরি পরামর্শের জন্য তৎক্ষণাৎ শুরাহবীল হামদানীকে ডেকে পাঠালেন। কারণ তার পরামর্শ ছাড়া পাদ্রীগণ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন না। শুরাহবীল পত্র পাঠ করে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। বিশপের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন জনাব, আপনি ভালোরূপেই অবগত আছেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) কে হযরত ইসমাঈলের বংশে নবী প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সম্ভবত ইনি সেই নবী। নবী সম্বন্ধে যুক্তিতর্ক চলে না। কাজেই এ সম্পর্কে আমি কোন মত প্রকাশ করতে পারব না। এরপর একে একে আব্দুল্লাহ ইবনে শুরাহবীল ও জব্বার ইবনে ফয়যকে ডেকে পাঠালেন। যাদের বুদ্ধিমত্তার ওপর বিশপের পূর্ণ আস্থা ছিল। কিন্তু উভয়ে এ বিষয়ে মত প্রকাশে অপারগতা প্রকাশ করল। অতঃপর নিরুপায় হয়ে গির্জার ঘণ্টা বাজিয়ে সর্বসাধারণকে ডাকার বিশেষ সংকেত দেয়া হলো। ঘণ্টার ধ্বনি শুনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটছে বুঝতে পেরে নাজরানের সকল খ্রিস্টান সমবেত হলে বিশপ তাদেরকে পত্রটি পাঠ করে শুনালেন। এরপর সকলের পরামর্শক্রমে একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

নাজরান প্রতিনিধি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ এবং সীরাত গ্রন্থের বর্ণনাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, তাদের প্রতিনিধিদল দুবার নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেদমতে হাজির হয়েছিল। প্রথমবার তিন সদস্যের ছোট একটি দল এবং দ্বিতীয়বার ষাট সদস্যের বিশাল কাফেলা আগমন করে।

প্রথম দল :

প্রথম দলটি মদীনায় পৌঁছে নিজেদের সাধারণ পোশাক পরিবর্তন করে জাকজমকপূর্ণ মূল্যবান পোশাক ও স্বর্ণের আংটি পরিধান করে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেদমতে হাজির হলো এবং ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক নবীজিকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম করল। কিন্তু তিনি সালামের উত্তরও দিলেন না এবং তাদের সাথে কোনো কথাও বললেন না।

নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই নারাজির কারণ বুঝতে না পেরে তারা পরিচিত সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমরা এসব পোশাক পাল্টে সাধারণ পোশাক পরিধান করো এবং স্বর্ণের আংটি খুলে ফেল। অতঃপর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করো। তারা তাই করল। এবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালামের উত্তর দিলেন এবং কথাবার্তাও বললেন। (দালায়েলুন নবুওয়াহ ৫/৩৮৬)

ইসলাম গ্রহণের আহ্বান :

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিনিধিদল প্রশ্ন করলো- হুজুর, হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে আপনার মত কী? নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা কিছুদিন এখানে অবস্থান করো। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে উত্তর আসবে তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।

শুরু হলো অপেক্ষার পালা। খ্রিস্টানদের মতে হযরত ঈসা (আ.) তিনের এক খোদা বা খোদার পুত্র ছিলেন। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করতে একদিন পরেই এ আয়াত অবতীর্ণ হলো- ان مثـــل عيســـى الاية "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। আপনার প্রভুর পক্ষ হতে ইহাই সঠিক কথা। কাজেই আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" (সুরা আলে ইমরান-৫৯-৬০)

খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত আক্বিদা-বিশ্বাস ত্যাগ করে সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে নাজরান প্রতিনিধিদল মদীনায় থাকাকালীন পবিত্র কুরআনের আলে ইমরানে ৮০/৯০ খানা আয়াত অবতীর্ণ হয়। যাতে অত্যন্ত আবেদনময়ী আদুরে ও কোমল ভাষায় তাওহীদ, রেসালাত এবং আখেরাতের কথা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে তুলে ধরা হয়। এবং ঈসা (আ.)-এর অনুসারী এই কাফেলার প্রতি লক্ষ্য করে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনবৃত্তান্তের ও আলোচনা পেশ করা হয়। কিন্তু কিছুতেই তাদের মন গলে না। সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে তারা ঈসা (আ.) কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্য বাদানুবাদ ও যুক্তিতর্ক পেশ করতে থাকে। ঈসা (আ.) বান্দা নন, তিনি খোদা বা খোদার পুত্র এ মিথ্যা দাবিতে তারা অটল থাকে।

নাজরানের খ্রিস্টানদের এত বোঝানোর পরও যেহেতু তারা সত্যকে মেনে নিচ্ছে না, তাই পরিশেষে তাদের সাথে মুবাহালার নির্দেশ অবতীর্ণ হলো- "অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এ সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল, এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমরা স্বয়ং এবং তোমরা স্বয়ং সমবেত হই। তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং যে পক্ষ মিথ্যবাদী তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি।" (সুরা আলে ইমরান-৬১)

মুবাহালা :

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নাজরান খ্রিস্টানদলের সাথে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুবাহালা হচ্ছে- যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়। তবে উভয় পক্ষ মিলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। তবে একত্রিত করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

আয়াতের নির্দেশ পেয়ে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার আহবান জানান, এবং নিজেও হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত হাসান-হুসাইন (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন। নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আত্মবিশ্বাস ও আহলে বাইতের পূত-পবিত্র নূরানী চেহারা দেখে শুরাহবীল ভীত হয়ে যায়। সাথীদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে সে বলে তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবীর সাথে মুবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তির অন্য কোনো পথ খোঁজ। সঙ্গীদ্বয় বলল, তোমার মতে মুক্তির উপায় কী? সে বলল, আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর এতেই প্রতিনিধিদল সম্মত হয়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দিষ্ট হারে বাৎসরিক খাজনা আদায়ের শর্তে তাদেরকে একটি চুক্তিপত্র লিখে দিলেন। (মা'আরিফুল কুরআন)

দ্বিতীয় দল :

প্রথম দলটি সন্ধি করে ফিরে যাওয়ার পর নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ শুনতে পেয়ে নাজরানের অনেক খ্রিস্টান পাদ্রী ও সাধারণ লোকজন মদীনায় ছুটে এসে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এর কিছুদিন পর নাজরানের খ্রিস্টান কা'বার প্রধান যাজক আবু হারিসা বড় বড় পাদ্রী, লিডার, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ লোকজনসহ মোট ষাট জনের একটি দল নিয়ে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আবু হারেসা আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র বনূ বকর বিন ওয়াইলের লোক ছিলেন। পরবর্তীতে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তাদের বই-পুস্তক পড়ে বিশাল বুৎপত্তি অর্জন করে। রোম সম্রাট তার ধর্মীয় গভীর জ্ঞান, অনুরাগ ও বংশ মর্যাদা দেখে বিশেষ সম্মান প্রদান করে। মোটা অংকে আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করেন। তার জন্য একটি গির্জা নির্মাণ করে দেন এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয় পদবিতে ভূষিত করেন।

ষাট জনের কাফেলা মদীনার দিকে অগ্রসর হয়ে চলছে। দলপতি আবু হারেসা একটি খচ্চরে আরোহীত। পাশে তার ভাই কুরজ বিন আলকামাও রয়েছে। হঠাৎ আবু হারেসার খচ্চর হোঁচট খেল। এতে তার ভাই কুরজ বলে উঠল, মুহাম্মদের ধ্বংস হোক। (নাউযুবিল্লাহ) আবু হারেসা গর্জে উঠে বলল, তুই ধ্বংস হয়ে যা। অন্য বর্ণনায়- তোর মা ধ্বংস হোক। বিস্মিত হয়ে কুরজ জিজ্ঞেস করল, ভাই! আপনি এ

কথা কেন বলছেন? আবু হারেসা বলল, আল্লাহর কসম তিনি তো সেই নবী। আমরা যার প্রতীক্ষায় রয়েছি। কুরজ বলল, এ কথা জানা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করছেন না কেন? আবু হারেসা বলল, রোম সম্রাট আমাকে যে সম্মানে ভূষিত করেছে, অর্থ-কড়ি দিচ্ছে এগুলো হাত ছাড়া হওয়ার ভয়ে আমি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। ভাইয়ের এই কথা কুরজের মনে রেখাপাত করে এবং পরবর্তীতে তার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়। (সীরাতে ইবনে হিশাম ২/২০৪, তারিখে ইবনে কাসীর ৫/৫৬, দালায়েলুন নবুওয়াহ ৫/৩৮৩)

ষাট জনের খ্রিস্টান কাফেলা লর্ড বিশপের নেতৃত্বে আসরের নামাযের পর মসজিদে নববীতে এসে পৌঁছল। দিনটি সম্ভবত রবিবার ছিল তাই খ্রিস্টানদের ইবাদতের সময় হলো। তারা মসজিদের ভেতর ইবাদত করতে লাগলে সাহাবায়ে কেরাম তাদের বাধা দিতে চাইলেন। তখন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাদের ছেড়ে দাও বাধা দিওনা। অতঃপর পূর্বদিকে মুখ করে তারা নিজেদের নিয়মানুসারে ইবাদত করল।

ইতিহাসের বর্ণনাতে ঠিক এমনিই ব্যক্ত হয়েছে। দালায়েলুন নবুওয়াহ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে-

لما قدم وفد نجران على رسول الله ﷺ دخلوا عليه مسجده بعدا لعصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون فى مسجده فاراد الناس منعهم فقال رسول الله ﷺ دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلواصلاتهم-(دلائل النبوة ٣٨٢/٥،طبقات ابن سعد ٢٤١/١، تاريخ ابن كثير ٥١/٥)

সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহের বক্তব্য এখানে অভিন্ন। খ্রিস্টান দল মসজিদে নববীতে তাদের ধর্মের ইবাদত আদায় করতে চাইলে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বাধা দিতে যান। এমতাবস্থায় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাধা দিতে বারণ করেন। ঘটনা এতটুকুই। কিন্তু কোয়ান্টাম কোনো রেফারেন্স ছাড়া ঘটনাটি যেভাবে পেশ করেছে বাস্তবতার সাথে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল আলাপ-আলোচনা শেষে যখন তারা বললেন যে, আমাদের তো এখন প্রার্থনার সময় হয়েছে আমরা বাইরে গিয়ে প্রার্থনা করে আসি। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন, কেন তোমরা কি এই জায়গাটাকে তোমাদের প্রার্থনা করার মতো পবিত্র মনে করো না। (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৫১) এটা সম্পূর্ণ বিকৃত ও বানোয়াট বক্তব্য। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক খ্রিস্টানদের মসজিদে নববীতে প্রার্থনা করার আহ্বান একটি অসত্য কথা। তাছাড়া আলাপ-আলোচনা শেষে প্রার্থনার ঘটনা সঠিক নয়। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে আলোচনার আগেই প্রার্থনার ঘটনাটি ঘটে ছিল। মসজিদে পৌঁছে প্রথমেই তারা প্রার্থনা করে এরপর আলোচনায় বসেছিল। (নাজরান দলের বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য দেখুন : দালায়েলুন নবুওয়াহ ৫/৩৮৩, সীরাতে ইবনে হিশাম ২/১৭৫, ত্ববাকাতে ইবনে সা'আদ ১/৩৫৭, ফুতুহুল বুলদান ৭০, আল বেদায়া ৫/৫২, শরহুল মাওয়াহেব ৪/৪১)

কোয়ান্টামের ভ্রান্ত মতবাদ অনুসারে যেহেতু সব ধর্মই হক্ব। তাই ইহুদী-খ্রিস্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ সকলের স্বার্থে তারা কাজ করে যাচ্ছে। নিজ নিজ ধর্মের সাচ্চা-পাক্কা অনুসারী হতে সকলকে উৎসাহিত করছে। আর এই কুফরী মতবাদের বৈধতা প্রমাণ করতেই সীরাতে নববীর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নাজরান খ্রিস্টানদের ইতিহাস বিকৃতরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম খ্রিস্টানদের বাধা দিতে চাইলেন কেন? যদি ইহুদী খ্রিস্টানদের সাথে কোয়ান্টামের মতো সম্পর্ক রাখা বৈধ হতো তবে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে গড়া ছাত্ররা মসজিদের ভেতর তাদের প্রার্থনায় বাধা দেয়ার কোনো কারণ ছিল না। তবে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেকোনো মাসলাহাতে বা কল্যাণের আশায় তাদেরকে একটু সুযোগ দিয়েছিলেন, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু তারা এই ভদ্রতার কোনো প্রতিদান দেয়নি বরং ইসলামের দাওয়াত উপেক্ষা করে জিযিয়া কর আদায়ের লাঞ্ছনা বরণ করে নিয়েছিল।

খ্রিস্টানদের প্রার্থনা মসজিদে নববীতে হতে পেরেছে বলে খ্রিস্টধর্ম বৈধ হয়ে যায়নি। তাহলে তো মসজিদে মলমূত্র ত্যাগ করাও বৈধ বলতে হবে। কারণ একবার মসজিদে নববীতে এক গ্রাম্য লোক দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। সাহাবায়ে কেরাম দৌড়ে গিয়ে তাকে বাধা দিতে চাইলে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বারণ করেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ) এর মানে মসজিদে পেশাব করার বৈধতা দেয়া নয়। বরং এখানে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দৃষ্টিতে বিশেষ কোনো বিষয় ছিল। এখন যদি কোয়ান্টামের ফর্মুলা অনুসরণ করা হয় তবে এ ঘটনা থেকে মসজিদ অপবিত্র করার বৈধতা দিতে হবে।

উপেক্ষিত কুরআনের বাণী :

নাজরান খ্রিস্টানদের প্রতিনিধিদলের মদীনায় অবস্থান কালে পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের প্রথম দিকের ৮০/৯০ খানা আয়াত অবতীর্ণ হয়। কোয়ান্টামের কাছে এ সকল আয়াতের মর্মবাণী কোনো গুরুত্ব পায়নি। এ সকল

আয়াতের দাবি কী আর কোয়ান্টাম বলছেটা কী? কুরআনের শিক্ষার সাথে কোয়ান্টামের শিক্ষা কোনো মিল আছে কি না? সাধারণ নজরেই তা বোঝা সম্ভব। নাজরান প্রতিনিধিদলের ঘটনা কোয়ান্টাম যেভাবে উপস্থাপন করেছে তাতে কুরআনের এ সকল আয়াত উপেক্ষিত হয়েছে।

মূলত ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নাজরানের প্রাদ্রীগণ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হলে পবিত্র কুরআনের এ সকল আয়াতের মাধ্যমে তার সমাধান পেশ করে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

যার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ :

১.তাওহীদ : খ্রিস্টানদল ঈসা (আ.) কে খোদা বা খোদার পুত্র দাবি করে বিভিন্ন মনগড়া দলিল পেশ করে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। এর জবাব সূরা আলে ইমরানের ১ম থেকে ৯ম আয়াতে দেয়া হয়। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও যৌক্তিকভাবে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন করে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয়। বলা হয়, খোদা তো একমাত্র এমন সত্তাই হতে পারেন যিনি (الحي) চিরঞ্জীব হন। আর ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু অবধারিত তাই তিনি খোদা হতে পারেন না। তাছাড়া পূর্ববর্তী কোনো আসমানি কিতাবে এ ধরনের পিতা-পুত্রের শিরকী মতবাদের উল্লেখও নেই। আল্লাহ তো এমন সত্তা যিনি (العزيز الحكيم) মহাপরাক্রমশালী; মহাপ্রজ্ঞাবান। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.) এমন ক্ষমতাবান ছিলেন না। কঠিন বিপদের সময় জালেম ইহুদীদের হাত থেকে নিজেকেই রক্ষা করতে পারেননি। তাই তিনি খোদা হতে পারেন না। এছাড়া ৫৯-৬০ নং আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) কে হযরত আদম (আ.)-এর মতো মাটির তৈরি ঘোষণা করা হয়েছে। তাই ঈসা (আ.) খোদার পুত্র নন বরং শুধু মা থেকে মাতৃগর্ভে সৃষ্ট খোদার মাখলূক।

২. রিসালাত : নাজরানের খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহর মুহাব্বতের কারণেই ভক্তি ও উপাসনা করে বলে দাবি করেছিল। তাদের এই বক্তব্যের জবাব ৩১ নং আয়াতে রেসালাতের দাওয়াত পেশ করার মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর মুহাব্বত শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুহাব্বতে এবং কদমে কদমে তাঁর অনুসরণের মাঝে নিহিত রয়েছে। তাঁর অনুসরণ ছাড়া আল্লাহর ভালবাসার দাবি নিছক প্রতারণা মাত্র।

৩. সত্যধর্ম : নাজরান খ্রিস্টানদের এ কথা অবগতির জন্য- ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ যোগ্য নয়- ১৯ নং আয়াত অবতীর্ন হয়- "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।"

৪. মালদৌলত : রোম সম্রাটের দেয়া অর্থ-কড়ি আর মান-সম্মান হাত ছাড়া হওয়ার ভয়ে নাজরানের লর্ড বিশপ আবু হারেসা ইসলাম গ্রহণ করতে পারছিল না। যেমনটি তার ভাই কুরজের কাছে মদীনায় আসার পথে প্রকাশ করেছিল। অস্থায়ী এই মাল-দৌলত ও মান-সম্মান আল্লাহর আযাব থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে না মর্মে ঘোষণা আসে ১০-১৭ নং আয়াতে। ঘোষণা করা হয় যে, সার্বভৌম শক্তির অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন বা ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন বা অপমানে পতিত করেন।

৫. মুবাহালা : তাওহীদ-রেসালাতের এই হৃদয়গ্রাহী দাওয়াতকে উপেক্ষা করে নাজরান খ্রিস্টানদল তাদের ত্রিত্ববাদ ও পুত্রত্ববাদের ভ্রান্ত ধর্মের দাবিতে অটল থাকলে মুবাহালার আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু নিশ্চিত ধ্বংস বুঝতে পেরে তারা মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হলো না। যার বিবরণ ৬১ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে।

৬. ফেতনাবাজ :

গোঁড়ামীর পরিচয় দিয়ে খ্রিস্টানদল তাওহীদ-রেসালাতের দলিলও মান্য করল না। আবার মুবাহালার সৎসাহসও দেখাল না। চাতুর্যতার মাধ্যমে প্রাণ বাঁচানোর জন্য কর আদায়ের শর্তে সন্ধি করল। ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ফেতনাবাজ উপাধিতে ভূষিত করা হলো। ইরশাদ হচ্ছে, "নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্য ভাষণ। আর এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আর আল্লাহ; তিনিই হলেন পরাক্রমশালী মহাপ্রাজ্ঞ। তারপর যদি তারা গ্রহণ না করে। তাহলে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ জানেন।" (আয়াত নং-৬২-৬৩)

৭. অভিসম্পাত : খ্রিস্টানদের কাছে সত্য প্রকাশের পরও তা কবুল না করার পরিণাম ৮৬-৮৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, "কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফের হয়েছে। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের আযাব হালকাও হবে না এবং তারা এতে অবকাশও পাবে না।"

ঐতিহাসিক পরিণতি :

পবিত্র কুরআনের ৮০/৯০ খানা আয়াত যাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হলো, খুশিতে

আত্মহারা হয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণ করে নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু না উল্টা ফেতনা সৃষ্টিকারী খেতাব আর অভিসম্পাত সাথে নিয়ে ফিরে এসে নাজরান খ্রিস্টানগণ ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্ত আরম্ভ করে। তাদের অনিষ্ট আর ফেতনা থেকে ইসলামের প্রাণকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাজিরায়ে আরব তথা আরব উপদ্বীপ থেকে এদের বসতি অন্যত্র সরিয়ে দেয়ার ফরমান জারি করেন।

عن ابى عبيدة بن الجراحؓ قال: كان فى آخر ما تكلم به نبى الله ﷺ قال: اخرجوا يهود اهل الحجاز واهل نجران من جزيرة العرب۔ اسناده صحيح۔ (مسند احمد۔١٦٩٩،الموسوعة الحديثية ٣/٢٢٧)

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবন সায়াহ্নে যে সকল নির্দেশনা দিয়ে গেছেন তার অন্যতম হচ্ছে- তোমরা আরব অঞ্চলের ইহুদী ও নাজরানবাসীদের আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করে দাও।" (মুসনাদে আহমদ হা. ১৬৯৯,৬৬৪)

প্রথম খলীফার যুগে :

নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফাতুল মুসলিমীন নিযুক্ত হন। তাঁর খেলাফত আমলের সিংহ ভাগ সময় ব্যয় হয় বিভিন্ন বিদ্রোহী গোত্রের দমন ও মুসলমানদের সুসংহত করার পেছনে। এ সময় নাজরানবাসীদের কাছ থেকে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত খাজনা উসুল করে তাদের নিরাপত্তা দেয়া হয়। খাজনার পরিমাণ ছিল প্রতিটি চল্লিশ দেরহাম মূল্যের দুই হাজার জোড়া পোশাক। অর্থাৎ ২০০০×৪০= ৮০,০০০ (আশি হাজার) দেরহাম মূল্যের পোশাক, যা বর্তমান হিসেবে প্রায় বিশ হাজার ভরি রুপা সমমূল্য হয়।

দ্বিতীয় খলীফার যুগে :

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফত আমলে নাজরান খ্রিস্টানগণ খলীফার কাছে নিজেদের ঝগড়া-বিবাদের নালিশ নিয়ে এলে তিনি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ বাস্তবায়নের মোক্ষম সুযোগ পেয়ে নাজরান খ্রিস্টানদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী আরব উপদ্বীপ থেকে সরিয়ে দিলেন এবং তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের অধিনস্ত শামের উর্বর কিছু অঞ্চল তাদের আবাসনের জন্য নির্ধারণ করে দিলেন। মুসলমানদের কাছে নিজেদের বাস্তুভিটা বিক্রি করে নাজরান ছেড়ে খ্রিস্টানদের অনেকে শামে, অনেকে ইরাকের কূফা নগরীতে চলে গেল। আর পূর্বনির্ধারিত সেই কর আদায় করে ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপদে বসবাস করতে লাগল।

তৃতীয় খলীফার যুগে :

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণী (রা.)-এর যুগে খ্রিস্টানদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের অনুরোধে উসমান (রা.) খাজনা থেকে দুই শত জোড়া পোশাক কমিয়ে দেন।

চতুর্থ খলীফার যুগে :

চতুর্থ খলীফা হিসেবে হযরত আলী (রা.) দায়িত্ব গ্রহণের পর ওই খ্রিস্টানদল খাজনা হ্রাসের অনুরোধ নিয়ে হাজির হলে তিনি তা নাকচ করে দেন এবং হযরত উমর (রা.)-এর নিয়ম বহাল রাখেন।

পরবর্তী খলীফাদের যুগে :

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে খ্রিস্টানগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। অনেকে মৃত্যুবরণ করে। আবার অনেকে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের এই করুণ অবস্থা বিবেচনা করে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আরো দুই শত জোড়া কমিয়ে মোট চারশত জোড়া মাফ করে দেন। এরপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আমলে আরো একশত জোড়া হ্রাস করে মোট তেরশত জোড়া কর ধার্য্য করা হয়। এরপর উমর ইবনে আব্দুল আজিজের (রহ.) আমলে তাদের সংখ্যা কমে পূর্বের তুলনায় এক দশমাংশে পৌঁছে যায়। তাদের অনুরোধে তিনি জিযিয়া করের পরিমাণ কমিয়ে সর্বসাকুল্যে দুইশত জোড়া ধার্য্য করেন। (আল কামেল ফিততারীখ-২/২০০)

শেষ কথা :

আসুন এবার কোয়ান্টামের অবস্থা যাচাই করি। নাজরান খ্রিস্টানদল ইসলাম গ্রহণ না করে, তাওহীদ-রেসালাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যে অভিসম্পাতের স্বীকার হলো আর ঐতিহাসিকভাবে যে লাঞ্ছনা বরণ করল তাদের ঘটনা থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ আর খ্রিস্টধর্মের বৈধতা প্রমাণ হয় কি? অথচ কোয়ান্টাম নাজরানদলের উক্ত ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ করতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। বিধর্মীদের সাথে মাখামাখি আর সকল ধর্ম পালনে উৎসাহ প্রদানের বৈধতা প্রমাণের মিথ্যা যুক্তি পেশ করেছে কোয়ান্টাম।

নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারে মূলত ইসলাম গ্রহণের আহবানে সাড়া দিতেই ইহুদী-খ্রিস্টান বা পৌত্তলিকদের আগমন হতো। আর যারা আসত তাদের ইসলামের দাওয়াত দেয়া হতো এবং সকল ভ্রান্ত ধর্ম, কুফর-শিরক পরিত্যাগের কথা বলা হতো। কোয়ান্টামের মতো যার যার ধর্ম পালনে পারদর্শী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হতো না ওখানে।